উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, নাটোর		
ডিটিও	কৃষিই সমৃদ্ধি	জরুরি
এডিডি (শস্য/পিপি/উদ্যান)/কৃষি প্রঃ		আলাপ করুন
আশরাফুল/মোজাম্মেল/হামিদুর/জাহিদ (এসএএও)		উপস্থাপন করুন
প্রঃ সহঃ/ব্যক্তিঃ সহঃ/গুদামরক্ষক/অফিস সহঃ/ক্যাশিঃ/সহঃ মেকানিক		উপজেলায় প্রেরণ করুন
পত্র নং	৫৯০	
তারিখ	২৩/০৪/২৪	উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি "**তাপপ্রবাহে ফসল রক্ষায় কৃষকের করণীয়**" **শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: "**তাপপ্রবাহে ফসল রক্ষায় কৃষকের করণীয়**" -১ (এক) পাতা।

২৩/৪/২০২৪
পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩
২৩/০৪/২৪

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ৪৬৭ — তারিখ: ২৩/০৪/২০২৪খ্রি.

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

" কৃষিই সমৃদ্ধি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।
Email: ddnatore@yahoo.com

স্মারক নং ঃ১২.০১.৬৯০০.০০০.৯৯.০০৪.২৪.৫২০ (৮) — তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০২৪ খ্রি.
অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর/ নলডাঙ্গা/ সিংড়া/ গুরুদাসপুর/ বড়াইগ্রাম/ লালপুর/ বাগাতিপাড়া, নাটোর । পত্রের মর্মানুযায়ী এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার উপজেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৩/০৪/২৪
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ)
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

তাপপ্রবাহে ফসল রক্ষায় কৃষকের করণীয়

ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ধরনে পরিবর্তন প্রায়ই খরা, তাপপ্রবাহ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট পানির সংকটের ফলে **ফসলের** উৎপাদন কমিয়ে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাবগুলো বর্তমানে প্রায় একইসাথে বিভিন্ন অঞ্চলে **ফসল** নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে, যা বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহের জন্য উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় বয়ে আনবে।

বর্তমানে সারাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ। তীব্র রোদ আর গরমে অসহনীয় অবস্থা। মানুষের পাশাপাশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ধান, পাট, কলাসহ নানান ধরণের ফসলও। এ অবস্থায় ফসলের ক্ষতি রোধে কৃষকের করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমানে মাঠে দন্ডায়মান ধান, পাট, ভূট্টাসহ বিভিন্ন মৌসুমী ফলের বিশেষ পরিচর্যা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বর্তমানে বোরো ধান মাঠে রয়েছে। প্রতিটি মাঠেই দেখা যাবে ধানে ফুল রয়েছে। কিছু কিছু দুগ্ধ আর কিছু কিছু ক্ষীর অবস্থায় আছে। বর্তমানে পোকামাকড় ও রোগবালাই তেমন না থাকলেও তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে। ফলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কৃষক ভাইদের ধানের কিছু সমস্যা হচ্ছে। এতে ধানের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। তবে তাপমাত্রা যদি ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে চলে যায় সে ক্ষেত্রে ধান চিটা হয়ে যেতে পারে।

ধান বর্তমানে যে স্তরে আছে, সে ক্ষেত্রে কৃষক ভাইদের করণীয় হলো, ধানে ফুল অবস্থায় পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া তাপমাত্রার আধিক্য, এ কারণে ধানগাছের গোড়ায় সর্বদা ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে। ১০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে। তাহলে আশা করা যায় যে, তাপপ্রবাহে ধানের ফলনে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।

বর্তমান আবহাওয়ায় ধান গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে শীষ ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেন্টিভ হিসাবে বিকাল বেলা ট্রুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি ৫ শাতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করুন।

মাঠে বর্তমানে ভূট্টা ফসল রয়েছে। যেসব ক্ষেতে মোচা গঠন পর্যায়ে রয়েছে যেসব ক্ষেতে ১-২ টা সেচ দেয়া যেতে পারে।

পাট বর্তমানে মাঠে দৈহিক বৃদ্ধি পর্যায়ে রয়েছে। যেসব ক্ষেতের পাট খুব নাজুক অবস্থায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মাটির আর্দ্রতা খুবই কমে গেছে সেসব ক্ষেতে ১টা হালকা সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শাক-সবজির ক্ষেতে সপ্তাহে ২-৩ বার মাটির ধরণ ও মাটির রসের অবস্থা বুঝে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফল ও সবজির চারাকে তাপপ্রবাহের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মালচিং ও সেচ নিশ্চিত করুন।

বাড়ন্ত কলা ক্ষেতে ১টা সেচ দেয়া যেতে পারে।

আম ও লিচু ফল গুটি পর্যায়ে রয়েছে। কাঁঠালের মুচিও ফলে পরিণত হতে শুরু করেছে। এসময়ে এসব ফল গাছে সন্ধ্যার পর বা রাতে আবহাওয়া যখন কিছুটা ঠান্ডা বোধ হবে তখন গোড়ার চারদিকে রিং করে সেচ অথবা ফুট পাম্প দিয়ে গাছের পাতায় পানি স্প্রে করা যেতে পারে। গরমে দিনের বেলায় পানি সেচ দিলে ফল ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।